দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..০৭ SEP ১৯৯৬.
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৫ ...

৭৭

৪০

## নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজের নির্মাণকাজে দুর্নীতি এবং ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট

'ফ্যাসিলিটিজ 'ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ ও উন্নয়নকল্পে বছর কয়েক পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছিল। নিয়মানুযায়ী এ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণকল্পে অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, অর্থ বরাদ্দ, ঠিকাদারের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া ইত্যাদি। কিন্তু কাজকর্মের নমুনা দৃষ্টে মনে হয় লুটপাটের সুযোগ সৃষ্টির কারণেই বোধকরি এ ডিপার্টমেন্টটির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।

বছর চারেক পূর্বে চাঁপাই-নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজের মিলনায়তন কক্ষের দরজা-জানালা কলাপসিবল গেট নির্মাণ এবং গোটা কলেজের বিভিন্ন অংশের রিপেয়ারিং কাজের জন্য জনৈক ঠিকাদারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রথমে দরজা-জানালা নির্মাণের পর যখন রিপেয়ারিং-এর কাজ চলছিল তখনই জানালা-দরজার নাম না জানা কাঠের বিভিন্ন অংশ খুলে পড়তে থাকে। মজার ব্যাপার, ঠিকাদারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবার সময় দরজা-জানালাগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। অধিকন্তু সিডিউলে থাকলেও কলাপসিবল গেটের একটিও নির্মাণ করা হয়নি। এখন বছর চারেক পরে ঐ ঠিকাদারের কাজের কোন নমুনাই কারো চোখে পড়বে না। অথচ এ সম্পর্কে অধ্যক্ষের রিপোর্ট প্রদান সত্ত্বেও নবাবগঞ্জের সন্তান তৎকালীন শিক্ষা সচিবের নিজস্ব লোক বিধায় ঐ ঠিকাদারের বিল পেতে কোন অসুবিধা হয়নি।

বর্তমানে নতুন একজন ঠিকাদারের অধীনে এ কলেজের অফিস ও বিজ্ঞান ভবনের উপরের তলায় যে ৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে তার মধ্যে ৩টির কাজ ইতিমধ্যে প্রায় সমাপ্তির পথে। এগুলোর ছাদ ঢালাই-এর সময় খোয়া-সিমেন্টের মিশ্রণ কোন যন্ত্র ছাড়াই সাধারণভাবে করা হয়েছিল এবং এতে বালি-সিমেন্টের অনুপাত ছিল ১২/১। রোজার ঈদের দশদিন পরও ছাদে কোন পানি দেয়া হয়নি যদিও ঢালাই-এর কাজ হয়েছিল ঈদের আগের দিন। এর ফলে এ ৩টি কক্ষের জলছাদ ইতিমধ্যে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারকে এব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি ঠিকাদারের উপর প্রভাব খাটানোর ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার কথা সবিনয়ে স্বীকার করেন। আর সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের তো কথাই নেই।